The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-7 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century, 3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

বাংলাদেশে আরবি অলংকারশাস্ত্র পাঠদান পদ্ধতি : একটি পর্যালোচনা

[Teaching Methodology of Arabic Rhetoric in Bangladesh: An Analysis]

Abdullah Al Maruf
M.Phil Fellow, Department of Arabic, University of Dhaka, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-7
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 10 February 2025
Received in revised: 13 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Arabic rhetoric; Teaching; Methods; Bangladesh; learning.

ABSTRACT

Arabic rhetoric, also known as Balagah, is a science that helps to produce pure and perfect writing and speaking in the Arabic language. Without knowing rhetoric, it is quite impossible to acquire full proficiency and skills in the Arabic language. In Bangladesh, Arabic rhetoric is taught at a higher level in educational institutions, especially in madrasas, departments of Arabic at public universities, and Arabic language institutes. However, despite this science being taught in educational institutions, the students of Bangladesh are not so skilled in Arabic rhetoric. So, it is high time to research to find out the reasons behind it, and deeply analyze the teaching methodologies. This research aimed to uncover the reasons for the student's incompetence and weakness; as well as to evaluate teaching methodologies, and identify the challenges and obstacles faced by the students. Effective methods for developing their rhetorical proficiency and skills were identified analytically. The article has been prepared following descriptive and deductive methods. The books of ancient scholars along with the writings of contemporary scholars have been considered in this paper. Through the overall review, this study has found that the methods applied to teach Arabic rhetoric in Bangladesh are not satisfactory. Therefore, some proposals have been proposed that will have a significant impact on the teaching and learning of Arabic rhetoric.

ভূমিকা

আরবি ভাষার অলংকারবিদ্যা বা বালাগাত একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র, যার মাধ্যমে ভাষার গঠনগত সৌন্দর্য, বাক্যের উৎকর্ষ এবং ভাবপ্রকাশের শৈল্পিকতা বিকশিত হয়। কেবল শব্দজ্ঞান বা ব্যাকরণগত দক্ষতা নয়; বরং কাব্যিকতা, বক্তৃতার মার্জিত রীতি এবং ভাষার গভীর তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য বালাগাতশাস্ত্র অপরিহার্য। এই শাস্ত্রের সহায়তায় ভাষা হয় প্রাণবন্ত, বক্তব্য হয় প্রভাববিস্তারী এবং লেখনী লাভ করে হৃদয়স্পর্শী শক্তি। বাংলাদেশে আরবি ভাষা শিক্ষার একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ধারা রয়েছে, বিশেষত কওমি ও আলিয়া মাদরাসা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যাল ও সরকারী কালেজে আরবি বিভাগ এবং বিভিন্ন ভাষা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। এসব প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর স্তরে বালাগাত পড়ানো হলেও ছাত্রদের দক্ষতা ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট দুর্বলতা লক্ষণীয়। শিক্ষার্থীরা সাধারণত নিয়ম মুখস্থ করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও ব্যবহারিক প্রয়োগ, বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও সৃজনশীল উপস্থাপনায় পিছিয়ে থাকেন। এ প্রেক্ষিতে প্রশ্ন জাগে– এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি শাস্ত্র পড়ানো হলেও শিক্ষার্থীরা কেন পর্যাপ্ত দক্ষতা অর্জন করতে পারছেন না? কোথায় রয়েছে শিক্ষাদান পদ্ধতির ঘাটতি বা সীমাবদ্ধতা? বক্ষ্যমাণ গবেষণাপত্রটি এই প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজে পেতে তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে। এখানে বালাগাত শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরে বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠ্যতালিকা ভুক্ত বালাগাতের বইগুলোর নাম উল্লেখ করে পাঠদানগত চ্যালেঞ্জগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং সেই চ্যালেঞ্জ মোবাবেলা করার জন্য কতিপয় প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে এই শাস্ত্রের শিক্ষায় গুণগত পরিবর্তন আসে। এই গবেষণা তাই শুধু একটি বিশ্লেষণ নয়; বরং একটি প্রস্তাবনাও– যা বালাগাত শিক্ষাকে জীবন্ত, অর্থবহ এবং সময়োপযোগী করে তুলতে পারে।

আররি অলংকারশাস্ত্র (বালাগাত)-এর পরিচয়

আরবী অলংকার শাস্ত্রকে আররিতে 'ইলমুল বালাগাত' (عِلْمُ البَلاَغَةِ) বলা হয়। একটি একটি যোগিক শব্দ। عِلْم অর্থ– জ্ঞান, শাস্ত্র, বিজ্ঞান, তত্ত্ব, বিজ্ঞান ইত্যাদি।[১] আর الْبَلاَغَةُ শব্দটি শব্দমূল ب ل غ হতে উৎকলিত। যার অর্থ– পৌঁছা, অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা, উপনিত হওয়া।[২]

এ অর্থেই পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,[৩] ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ "অতঃপর যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে গেল, তখন আমরা তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম।" আল্লাহ যাকারিয়া (আ.)-এর কথা তুলে ধরেছেন এভাবে যে,[৪] وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا "আর আমি তো বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি।"

আরবী অলংকার শাস্ত্র বা বালাগাতের পারিভাষিক সংজ্ঞা দিয়ে ইমাম আবূ বকর আল-বাক্বেল্লানী (৪০৩-৩৩৮হি./৯৫০-১০১৩খ্রি.) বলেন,[৫] البلاغة هي إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ "সবচেয়ে সুন্দর ভঙ্গিতে হৃদয় গহীনে অর্থ পৌঁছিয়ে দেওয়াই হচ্ছে বালাগাত।" অর্থাৎ, শুধু চমকপ্রদ শব্দ ব্যবহার নয়; বরং একটি সুশৃঙ্খল ও হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনের মাধ্যমে বক্তা বা লেখকের চিন্তা গভীরভাবে শ্রোতা বা পাঠকের হৃদয়ে প্রবশ করানোই হলো বালাগাত।

ইউসুফ ইবনে আবু বকর আস-সাক্কাকী (৫৫৫-৬২৬হি.) বলেন,[৬] البلاغة هي بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حدا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقها وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية على وجهها "বালাগত হলো– বক্তার এমন এক দক্ষতা, যেখানে তিনি অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছান, যেখানে বাক্যের গঠনগত সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য পূর্ণতা পায় এবং উপমা (তাশবিহ), রূপক (মাজাজ) ও ইঙ্গিত (কিনায়া) যথাযথভাবে ফুটে ওঠে।"

Kristen Brustad বলেন,[৭] Balagha is the art of conveying meaning with eloquence and precision, adapting to context "বালাগাত (অলংকারশাস্ত্র) হলো এমন একটি শিল্প, যার মাধ্যমে প্রাঞ্জলতা ও নিখুঁতভাবে অর্থ প্রকাশ করে, পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এবং উপযুক্তভাবে কথা বলা হয়।"

মোট কথা– আরবি অলংকার শাস্ত্র বা বালাগাত হলো– ভাষার সেই শিল্প-সৌকর্য, যেখানে একজন বক্তা বা লেখক তার ভাবনা এমন নৈপুণ্যের সাথে প্রকাশ করেন যে, শব্দবিন্যাসের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও শক্তি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়। এতে উপমার মাধুর্য, রূপকের গভীরতা ও কিনায়ার (পরোক্ষ ইঙ্গিত) সূক্ষ্মতা এমনভাবে ব্যবহৃত হয় যে, ভাষা শুধু অর্থবহই নয়– শিল্পসম্মত ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে।

বালাগাতের প্রকারভেদ

বালাগাত (بلاغة) বা অলংকারশাস্ত্র আরবি ভাষা ও সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা, যা ভাষার সৌন্দর্য, গভীরতা এবং প্রভাবশালী প্রকাশের কৌশল নিয়ে আলোচনা করে। আরবি অলংকার শাস্ত্র মূলত তিনটি শাখায় বিভক্ত:[৮]

১. ইলমুল মা'আনী (علم المعاني অর্থসংক্রান্ত অলংকার)
২. ইলমুল বায়ান (علم البيان বাক্যসৌন্দর্য)
৩. ইলমুল বাদী' (علم البديع শব্দালংকার)

১. ইলমুল মা'আনী (علم المعاني)

আরবি ভাষায় মনের ভাব যথাযথ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে বাক্যকে ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে ইলমুল মা'আনীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। مَعَانِيْ শব্দটি مَعْنًى-এর বহুবচন, যা عِنَايَة ক্রিয়ামূল থেকে নির্গত। যার অর্থ- মর্ম, তাৎপর্য, ভাষা, উদ্দেশ্য।[৯]

জুরজানী (৭৪০-৮১৬হি.) বলেন,[১০] علم المعاني: هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي الذي يطابق مقتضى الحال "ইলমুল মা'আনী এমন একটি শাস্ত্র– যার মাধ্যমে আরবি শব্দের অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়, যে শব্দ অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী হয়।"

মুরতাযা আয-যাবাইদী বলেন,[১১] عِلْمٌ المَعانِي عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ إيرادُ المَعْنى الواحِدِ بطُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي وُضوحِ الدَّلالةِ عَلَيْهِ "ইলমুল মা'আনী এমন একটি বিদ্যা, যার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট অর্থকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এমনভাবে প্রকাশ করা হয়– যাতে তা যথাযথভাবে ও স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।" অর্থাৎ– একটি বক্তব্যকে নানা রূপে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যাতে তা শ্রোতা বা পাঠকের মানসিক অবস্থা ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে এবং তাৎপর্যপূর্ণ হয়।

দুরূসুর বালাগাত প্রণেতা বলেন,[১২] هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، فتختلف صور الكلام لاختلاف الأحوال، "এটা এমন একটি শাস্ত্র, যা দ্বারা আরবি শব্দের ঐ অবস্থাসমূহ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়, যার মাধ্যমে বাক্যকে স্থান, কাল ও পাত্রের চাহিদানুসারে ব্যবহার করা যায়। ফলে অবস্থা সমূহের ভিন্নতার কারণে বাক্যের প্রকাশভঙ্গিও বিভিন্ন হবে।" ইলমুল মা'আনী-এর মূল বিষয়বস্তু হলো :

- الخبر والإنشاء (খবর ও ইনশা): বক্তব্যের ধরন নির্ধারণ।
- التقديم والتأخير (অগ্র-পশ্চাত): বাক্যে শব্দের স্থান পরিবর্তনের কৌশল।

- الحذف والذكر (উল্লেখ ও বর্জন): শব্দ বা বাক্যাংশের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির প্রভাব।
- القصر (সীমাবদ্ধতা): বক্তব্যকে নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ করা।

২. ইলমুল বায়ান (علم البيان)

বায়ান শাখা ভাষার মাধ্যমে অর্থের স্পষ্টতা ও বর্ণনার গভীরতা বৃদ্ধি করে। বায়ান (البيان) শব্দের অর্থ হলো– স্পষ্ট বর্ণনা বা প্রকাশ। এই অর্থটি সুপরিচিত। আর بانَ (স্পষ্ট হলো), أبانَ (সে স্পষ্ট করলো), تَبَيَّنَ (সে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলো), بَيَّنَ (সে ব্যাখ্যা করলো), استبانَ (সে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলো)–এই সব কটির মধ্যে পরস্পর মুজাওয়াযাহ্ (অতিক্রম বা বিস্তার) দৃষ্টিকোণে সামঞ্জস্য রয়েছে। আর البَيِّنُ (বায়্যিন) যদি কোনো পুরুষের ক্ষেত্রে বলা হয়, তাহলে অর্থ হবে: الرَّجُلُ الفَصِيْحُ (প্রাঞ্জল ভাষায় সুস্পষ্টভাবে কথা বলার ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি)।[১৩]

আহমাদ আল-হাশেমী বলেন,[১৪] "শব্দতাত্ত্বিকভাবে 'বায়ান' অর্থ– উন্মোচন, প্রকাশ ও স্পষ্টতা। আর পারিভাষিকভাবে, **هو أصولٌ وقواعدُ يعرف بها إيرادُ المعنى الواحد، بطرق يختلف بعضُها عن بعض، في وُضوح الدّلالة العقلية على نفس ذلك المعنى** "এটি এমন নীতিমালা ও নিয়ম-কানুন যা দ্বারা একই অর্থকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রকাশ করা যায়, যেখানে পদ্ধতিগুলো পরস্পর থেকে ভিন্ন হয় বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেই একই অর্থ প্রকাশের স্বচ্ছতার দিক দিয়ে।"

আহমাদ মুস্তাফা আল-মারাগী বলেন,[১৫] **هو علم يستطاع بمعرفته إبراز المعنى الواحد في صور مختلفة، وتراكيب متفاوتة في وضوح الدلالة، مع مطابقة كل منها مقتضى الحال** "এটি একটি বিদ্যা, যার মাধ্যমে একটি অর্থকে বিভিন্ন রূপে এবং বিভিন্ন ধরনের বাক্যগঠনের মাধ্যমে প্রকাশ করার এমন পদ্ধতি জানা যায়। যেগুলোর প্রত্যেকটিই অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী যথোপযুক্ত হয়।" অর্থাৎ, আরবি অলংকার শাস্ত্রে ইলমুল বায়ান এমন একটি দক্ষতাকে বলা হয়, যা একজনকে শেখায় কীভাবে একই বক্তব্য বা অর্থকে বিভিন্নভাবে (বাক্যরীতি ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে) উপস্থাপন করা যায়, যেন তা শ্রোতার অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আরও স্পষ্ট হয়। ইলমুল বায়ান-এর মূল বিষয়বস্তু:

- التشبيه (উপমা/তুলনা): দুটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য স্থাপন।
- الاستعارة (রূপক): একটি শব্দ বা ধারণাকে অন্য প্রসঙ্গে ব্যবহার।
- المجاز (রূপান্তর): শব্দের প্রচলিত অর্থের বাইরে ব্যবহার।
- الكناية (ইঙ্গিত): পরোক্ষভাবে কোনো অর্থ প্রকাশ।

৩. ইলমুল বাদী' (علم البديع)

ইলমুল বাদী' আরবি ভাষার অলঙ্কারিক ও শৈল্পিক দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করে, যা বাক্যের সৌন্দর্য ও প্রভাব বৃদ্ধি করে। البديع শব্দটি بَدْع শব্দমূল থেকে এসেছে। যা বাবে كَرُمَ থেকে اسم فاعل (কর্তাবচক বিশেষ্য)-এর সীগাহ। এর অর্থ হলো, الأمر الذي يفعل أولا বা এমন কাজ যা সর্বপ্রথম করা হয়।[১৬] অর্থাৎ, পূর্ব নমুনা ছাড়াই কোন কিছু উদ্ভাবন করা। ইলমুল বাদী'-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা দিয়ে দুরূসুল বালাগত প্রণেতা বলেন,[১৭] **البديع هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام المطابقة لمقتضى الحال،** "বাদী' এমন একটি বিদ্যার নাম, যার দ্বারা স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদা অনুপাতে বাক্যগুলো সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার পদ্ধতি জানা যায়।" জুরজানী বলেন,[১৮] **علم البديع: هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ورعاية وضوح الدلالة، أي الخلو عن التعقيد المعنوي** "বদী' শাস্ত্র হলো এমন একটি অলংকারবিদ্যা– যার মাধ্যমে শব্দ ও বাক্যের শোভা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির বিভিন্ন রীতি ও পদ্ধতি জানা যায়– এ শর্তে যে, কথাটি প্রাসঙ্গিক অবস্থা ও প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং বক্তব্যের অর্থ স্পষ্ট ও সহজবোধ্য হয়, অর্থাৎ ভাবগত জটিলতা থেকে মুক্ত থাকে।" ইলমুল বাদী'-এর অন্যতম মূল বিষয়বস্তু:

- الجناس (অনুপ্রাস): একই শব্দের পুনরাবৃত্তি।
- الطباق (বিপরীতার্থক শব্দের ব্যবহার): দুটি বিপরীতার্থক শব্দের ব্যবহার।
- السجع (ছন্দ): বাক্যের শেষে ছন্দময় শব্দের ব্যবহার।
- التورية (দ্ব্যর্থতা): একটি শব্দের মাধ্যমে দু'টি অর্থ বোঝানো।

বাংলাদেশে আরবী অলংকারশাস্ত্র পাঠদানের সিলেবাস পর্যালেচনা

বাংলাদেশে আরবি ভাষা ও অলংকারশাস্ত্র (বালাগাত) শিক্ষার সূচনা ইসলামের আগমনের সময় থেকেই। প্রাথমিকভাবে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে আরবি শেখা শুরু হলেও, সময়ের সাথে সাথে এটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। সুলতানী ও মুঘল আমলে মসজিদ-মাদরাসাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় আরবি ভাষা ও অলংকারশাস্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পড়ানো হতো।[১৯] ব্রিটিশ শাসনামলেও দারুল উলূম দেওবন্দ-প্রভাবিত কওমি মাদরাসা এবং সরকারি আলিয়া মাদরাসা উভয় ধারায় বালাগাত পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশেও এই ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং বর্তমানে মাদরাসা ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান উভয় ক্ষেত্রেই আরবি ভাষা ও অলংকারশাস্ত্র পাঠদান একটি সুসংগঠিত একাডেমিক রূপ পেয়েছে।

গবেষকদের মতে, বৃটিশ শাসনামলে দারুল উলূম দেওবন্দে সর্বপ্রথম *দুরূসুল বালাগত* কিতাবের মাধ্যমে সর্বপ্রথম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বালাগাত শিক্ষনের ধারা চালু হয়।[২০] অতঃপর পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৬০ সালে দুরূসুল বালাগাতের সর্বপ্রথম উর্দু অনুবাদ করেন আব্দুল আহাদ আল-কাসিমী। "The Studies of Balāgha with a Commentary in Urdu" শিরোনামে এটি প্রকাশিত হয়। আল-কাসেমী তালখীসুল মিফতাহ ও তার ব্যাখ্যাগুলি অধ্যয়ন করেন এবং মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের জন্য দুরূসুল বালাগাত বইকে ছাত্রদের পাঠের উপযোগী করে প্রনয়ণ করে।[২১] স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর আল-কাসেমীর বইয়ের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে বাংলাভাষায় 'দুরূসুল বালাগত' অনুবাদ করা হয়। মাহমুদ হাসান কাসেমী ও আবুল কালাম মুসলিম উর্দুর পরিবর্তে বাংলা ব্যবহার করে টেবিল অন্তর্ভুক্ত করেন এবং আরবি পাঠ্যের সাথে বালাগাত শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেন।[২২] এখনো বাংলাদেশে 'বালাগত বা আরবি অলংকারশাস্ত্র শেখার প্রথমিক বই হিসেবে 'দুরূসুল বালাগত' বইকে প্রথম পর্যায়ে রাখা হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৯,৩০০টি আলিয়া মাদরাসা রয়েছে। এর মধ্যে আলিম, ফাযিল ও কামিল স্তরের মাদরাসা সংখ্যা প্রায় ৪,৮৫০টি (আলিম ৩,২০০টি + ফাযিল ১,০৫০টি + কামিল ৬০০টি)। এসব মাদরাসার প্রায় সবকটিতেই বালাগাত (আরবি অলংকার শাস্ত্র) পাঠ্য তালিকাভুক্ত। আলিম শ্রেণী (উচ্চমাধ্যমিক স্তরে)-এর পাঠ্যক্রমে বালাগাত বিষয়টি ৫০ নম্বরের জন্য পড়ানো হয়। এ স্তরে 'দুরুসুল বালাগত' বইয়ের শুধু ইলমুল মা'নী (অর্থসংক্রান্ত অলংকার) অংশটি পাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।[২৩] কওমী মাদরাসাগুলোতে প্রাথমিক পর্যায়ে আবূ তাহের মিছবাহ রচিত *এসো বালাগাত শিখি* পড়ানো হয়। তারপর পর্যায়ক্রমে আলী আল-জারিম ও মুস্তাফা আমিন 'আল-বালাগাহ আল-ওয়াদ্বিহাহ' (البلاغة الواضحة), সা'দুদ্দীন তাফতাযানী রচিত 'মুখতাসারুল মা'আনী (مختصر المعاني)। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধারণত আহমাদ মুস্তফা আল-হাশেমী রচিত 'জাওয়াহিরু বালাগাত' (جواهر البالغة) পড়ানো হয়।

আরবী অলংকার শাস্ত্র পাঠদান ও শিক্ষার সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে বালাগাত শিক্ষার সমস্যাসমূহ

১. **আররি ভাষায় দক্ষতার অভাবঃ** আরবি একটি বিদেশি ভাষা। বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থী এ ভাষায় দক্ষ নয়। ভাষাগত দুর্বলতা এবং প্রয়োজনীয় পূর্বজ্ঞান ছাড়াই তারা যখন বালাগাত শেখার চেষ্টা করে, তখন জটিল পরিভাষা ও অলংকারিক রীতিগুলি তাদের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। ফলে তাদের পক্ষে আরবি অলংকারশাস্ত্র শেখা ও পাঠে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন সম্ভব হয় না। বাস্তবতা হলো, যেখানে শিক্ষার্থীরা ভাষার প্রাথমিক দক্ষতাই অর্জন করতে পারেনি, সেখানে তাদের জন্য অলংকারশাস্ত্রের গভীরতর দিকগুলো অনুধাবন করা স্বাভাবিকভাবেই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

২. **পাঠদানগত সমস্যাঃ** বাংলাদেশের আলিয়া মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা সাধারণত আলিম স্তরে উঠেই প্রথমবারের মতো বালাগাত শাস্ত্রের সাথে পরিচিত হয়। তবে পরিতাপের বিষয় হলো, অধিকাংশ মাদরাসায় কেবল 'ইলমুল মা'আনী' পাঠদান করা হয়, 'ইলমুল বায়ান' ও 'ইলমুল বাদী'-এর মতো অপরিহার্য অংশসমূহ পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। সীমিত পরিসরে যে পাঠদান হয়, তাও মূলত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়, যেখানে প্রশ্নোত্তর মুখস্থ করানোর পদ্ধতি অনুসৃত হয়। বালাগাতের ব্যবহারিক অনুশীলন বা গভীরতর অনুধাবনের জন্য কোনো কার্যকর পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। ফলত, আলিম থেকে কামিল পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা কেবল পরীক্ষায় পাস জন্য নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর মুখস্থ করে নেয়; অলংকারশাস্ত্রের প্রকৃত সৌন্দর্য ও প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবনের উদ্দেশ্যে অধ্যয়ন করে না। অধিকন্তু, প্রায় ৯৫% শিক্ষার্থী বালাগাতের মূল পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করে না; তারা কেবল গাইড বইয়ের ওপর নির্ভর করে উত্তর মুখস্থ করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এর ফলে বালাগাতের মৌলিক জ্ঞান তাদের বোধগম্যতার বাইরে থেকে যায়।

এ চিত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও কমবেশি বিদ্যমান। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে আরবি অলংকারশাস্ত্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তথাপি অধিকাংশ শিক্ষার্থী কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মনোবৃত্তি নিয়ে বালাগাত অধ্যয়ন করে। তবে হাতে গোনা কিছু শিক্ষার্থী, যারা আরবি ভাষায় পূর্ব থেকেই দক্ষ, তারা অলংকারশাস্ত্রের প্রকৃত রসাস্বাদনে

মনোযোগী হয়। অন্যদিকে, কওমি ধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে তুলনামূলকভাবে বালাগাত শাস্ত্র পাঠদানে গুরুত্ব দেওয়া হলেও পাঠদানের পদ্ধতি এখনো সেকেলে ও গৎবাঁধা রয়ে গেছে। ফলে আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতির অনুপস্থিতিতে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জিত হচ্ছে না।

৩. **মুখস্থনির্ভর শিক্ষাপদ্ধতি:** বাংলাদেশের আলিয়া, কওমী মাদরাসা এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আরবি অলংকারশাস্ত্র (বালাগাত) শিক্ষাদান পদ্ধতি মূলত মুখস্থ নির্ভর এবং পরীক্ষাকেন্দ্রিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরকে ইলমুল মা'আনী, ইলমুল বায়ান ও ইলমুল বাদী'র মৌলিক সৌন্দর্য ও ভাষাগত শৈল্পিকতা অনুধাবনের পরিবর্তে নির্দিষ্ট প্রশ্নোত্তরের উত্তর মুখস্থ করানো হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা বালাগাতের ব্যবহারিক দিক ও সৃজনশীলতা থেকে বঞ্চিত থাকে। এই প্রবণতা কেবল আলিয়া ধারায় সীমাবদ্ধ নয়; কওমী মাদরাসাগুলোতেও পাঠদানের এ পদ্ধতি অনুসৃত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও, যেখানে গবেষণামূলক পাঠ্যপদ্ধতি আশা করা হয়, সেখানে অধিকাংশ শিক্ষার্থী শুধুমাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার লক্ষ্যে মুখস্থ নির্ভর চর্চার পথ বেছে নেয়। ফলত, বালাগাত শাস্ত্রের ব্যবহারিক দক্ষতা ও ভাষিক অলংকারের সৌন্দর্য থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত থেকে যায়।

৪. **আররি অলংকার শাস্ত্রকে কম গুরুত্ব প্রদান :** বাংলাদেশের মাদরাসাসমূহে আরবি অলংকারশাস্ত্রকে তুলনামূলক কম গুরুত্ব প্রদান করা হয়, যার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ বিষয়ের প্রতি সচেতনতা ও আগ্রহ গড়ে ওঠে না। যদিও বালাগাতকে আলাদা বিষয় হিসেবে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবুও কুরআন, হাদীস ও আরবি সাহিত্যে এর ব্যবহারিক প্রয়োগ শেখানো হয় না। ফলে শিক্ষার্থীরা অনেক সময় বুঝতে পারে না– কিভাবে অলংকারশাস্ত্র কুরআনের ভাষা অনুধাবনে সহায়ক হতে পারে। এই পরিস্থিতি শিক্ষার্থীদের ভাষাগত দক্ষতা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

৫. **আলিয়া ও কওমী ধারার পাঠ্যক্রমে সমন্বয়হীনতা :** আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (IMLI)-এর গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, আলিয়া ও কওমী ধারার মধ্যে পাঠ্যসূচি ও শিক্ষাদান কৌশলে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। যার ফলে বালাগাত শিক্ষা বিভক্ত ও অপরিপক্ব রূপে চর্চিত হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের এক সমীক্ষা অনুযায়ী, প্রায় ৭৫% শিক্ষার্থী নাহু-সরফে (ব্যাকরণে) দুর্বল হওয়ায় বালাগাত বুঝতে ও প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়। এই দুর্বলতা শিক্ষার্থীদের কুরআন ও হাদীসের ভাষাগত সৌন্দর্য উপলব্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

৬. **আগ্রহ ও প্রয়োজনীয়তার অনুভূতির অভাব :** বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের ২০২১ সালের এক জরিপে দেখা গেছে, প্রায় ৬৮% শিক্ষার্থী মনে করে যে বালাগাত তাদের পেশাগত জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নয়। ফলে বিষয়টি নিয়ে তাদের মাঝে গভীর আগ্রহ ও অনুশীলন দেখা যায় না। আন্তর্জাতিক গবেষণাও এই চিত্রকে সমর্থন করে। গবেষকরা মনে করেন,[২৪] "যেসব শিক্ষার্থী আরবী অলংকারশাস্ত্রের বাস্তব প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োগিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে না, তারা সাধারণত বিষয়টিকে জটিল ও অপ্রয়োজনীয় মনে করে এবং পাঠে অনীহা প্রকাশ করে।"

৭. **পাঠ্যবই ও পাঠ্যপদ্ধতির সীমাবদ্ধতা :** বাংলাদেশের আলিয়া মাদরাসাগুলোতে বালাগাত শিক্ষার জন্য সাধারণত **'দুরুসুল বালাগাত"** এবং **'আল-বালাগাতুল ওয়াদ্বিহা"** গ্রন্থদ্বয় পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে, কওমী ধারার মাদরাসাগুলোতে **'মুতাওয়াল ফিল বালাগা'** ও **'মুখতাসারুল মা'আনী'** এর মতো ক্লাসিক গ্রন্থসমূহ পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যদিও এসব গ্রন্থ ঐতিহ্যবাহী ও শাস্ত্রীয় দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, তবে আধুনিক আরবি ভাষার প্রয়োগ, সাহিত্য বিশ্লেষণ এবং সমসাময়িক উদাহরণ উপস্থাপনে এগুলো সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাসেও আধুনিক উদাহরণ ও প্রয়োগমুখী কনটেন্টের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়, যা শিক্ষার্থীদের ভাষাগত দক্ষতা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

৮. **যোগ্য শিক্ষক ও প্রশিক্ষণের ঘাটতি :** অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বালাগাত শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ বা উচ্চস্তরের সাহিত্যদক্ষ শিক্ষক পাওয়া যায় না। যাঁরা এ বিষয়ে পাঠদান করেন, তাঁদের একটি বড় অংশ কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞান সীমায় আবদ্ধ; কুরআন, হাদীস ও শাস্ত্রীয় আরবি সাহিত্যে বালাগাতের বাস্তব প্রয়োগ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে সক্ষম নন। ফলে পাঠদান কার্যক্রম হয়ে পড়ে নিছক তাত্ত্বিক নির্ভর। অধিকন্তু, শিক্ষকদের মাঝে আধুনিক শিক্ষণকৌশল, সাহিত্য বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতি এবং ব্যাকরণ ও অলংকারের সমন্বিত ব্যাখ্যাপদ্ধতির ব্যবহার খুব কম দেখা যায়, যা শিক্ষার্থীদের মননশীলতা ও ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

৯. **শিক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির সংকট :** শিক্ষার্থীরা মুখস্থনির্ভর ও যান্ত্রিকভাবে বিষয়টি আয়ত্ত করতে বাধ্য হয়, ফলে সৃজনশীলতা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা গড়ে ওঠে না। বালাগাতকে সাধারণত পরীক্ষার একটি বিষয় হিসেবে দেখা হয়, কুরআন ও হাদীস বোঝার উপকরণ হিসেবে নয়। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে বিষয়টির জন্য যথাযথ ক্লাসের সময় বরাদ্দ করা হয় না। মূল্যায়ন পদ্ধতিও মুখস্থনির্ভর হওয়ায় শিক্ষার্থীরা প্রয়োগভিত্তিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে না।

১০. **গবেষণা ও সাহিত্যচর্চার অভাব :** বাংলাদেশের মাদরাসা পর্যায়ে বালাগাত বিষয়ে মৌলিক গবেষণা, বিশ্লেষণধর্মী পাঠ এবং সাহিত্যিক সৃজনশীলতার চর্চা প্রায় অনুপস্থিত। অধিকাংশ শিক্ষার্থী পরীক্ষাকেন্দ্রিক জ্ঞান অর্জনে সীমাবদ্ধ থাকে, যার ফলে তাদের মধ্যে ভাষার সাহিত্যিক রসাস্বাদন, স্বাধীন চিন্তাশক্তি এবং কুরআনের অলঙ্কারিক ও শৈল্পিক সৌন্দর্য অনুধাবনের সক্ষমতা বিকশিত হয় না। গবেষণাকর্ম ও সৃজনশীল রচনার পরিবেশের অভাব শিক্ষার্থীদের কেবল পাঠ্যবই নির্ভর শিক্ষায় আবদ্ধ রাখছে, যা উচ্চতর বালাগাত চর্চার পথে অন্যতম অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত।[২৫]

মোট কথা, বাংলাদেশে বালাগাত শিক্ষার অবস্থা এখনো আদর্শ পর্যায়ে পৌঁছায়নি। সমস্যাটি কেবল পাঠ্যসূচি বা শিক্ষক প্রশিক্ষণের সীমায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব রয়েছে। বিষয়টিকে কুরআন ও হাদীস অনুধাবনের মূল চাবিকাঠি হিসেবে তুলে ধরা সময়ে দাবী। সেই সঙ্গে আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য বিশ্লেষণ এবং প্রাসঙ্গিক উপস্থাপন কৌশল অন্তর্ভুক্ত করে পাঠদান পদ্ধতিতে যুগোপযোগী সংস্কার আনা একান্ত প্রয়োজন।

আরবি অলংকার শাস্ত্রের কার্যকর পাঠদান পদ্ধতির প্রস্তাবনা

ভাষিক দক্ষতার উন্নয়ন

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনারব শিক্ষার্থীদের বালাগাত শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ হলো– আরবি ভাষায় তাদের দুর্বলতা। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই বালাগাত শিক্ষার উপযোগী ভাষাজ্ঞান অর্জন না করেই অলংকারশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবেশ করে, যার ফলে পাঠদানের প্রচেষ্টা প্রত্যাশিত ফল দেয় না। এই বাস্তবতায় বালাগাত শিক্ষা কার্যকর করতে হলে সর্বপ্রথম শিক্ষার্থীদের আরবি ভাষার মৌলিক ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে। ভাষা-দক্ষতা অর্জনের পরই অলংকারশাস্ত্রের পাঠদান তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য ও বোধগম্য হয়ে উঠবে। অতএব, বালাগাত শিক্ষার আদর্শ পদ্ধতির প্রারম্ভিক স্তরেই আরবি ভাষা-দক্ষতা উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া অত্যাবশ্যক।

বাস্তব উদাহরণ দেওয়ার পাশাপাশি কুরআন-হাদীসের উদাহরণ দেওয়া

বালাগাতের পাঠ্যবইগুলিতে সাধারণত অলংকারশাস্ত্রের বিভিন্ন পরিভাষার উদাহরণ হিসেবে প্রাচীন আরবি কবিতার উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়। এটি বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য সর্বদা উপযোগী নয়। কারণ, ক্লাসিক্যাল কবিতার ভাষা ও রচনাশৈলী তাদের জন্য জটিল ও দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য যদি শিক্ষকরা প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত সহজ-সরল বাক্যের মাধ্যমে উদাহরণ তুলে ধরেন, তাহলে শিক্ষার্থীরা বিষয়টি দ্রুত ও সহজে অনুধাবন করতে পারবে। বিশেষ করে, যদি কুরআন ও হাদীস থেকে বাস্তবসম্মত উদাহরণ দেওয়া হয়, তবে তা শিক্ষার্থীদের জন্য আরো ফলপ্রসূ হবে। এতে তাদের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও শিক্ষাগত উদ্দেশ্যের একটি সুন্দর সমন্বয় গড়ে উঠবে। ইমরান মাহমুদের গবেষণায় বর্ণনা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে আরবি ভাষা শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। তিনি কুরআনের ভাষা সাধারণ শিক্ষিত জনগণের জন্য সহজবোধ্য করতে কার্যকর কোর্স প্রণয়নের সুপারিশ করেছেন।[২৬]

সহজ ভাষায় ও অনুবাদভিত্তিক পাঠদান

প্রথমিক পর্যায়ে বালাগাতের মৌলিক তত্ত্ব ও সংজ্ঞাসমূহ জটিল পরিভাষায় না বলে সহজ, প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করা অধিক কার্যকরী হতে পারে। শিক্ষক প্রথমে বাংলায় ধারণা স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করবেন, পরে ধীরে ধীরে আরবি পরিভাষা শেখাবেন। যেমন– ইলমুল বায়ানে তাশবীহের আলোচনা করা সময় প্রথমে বাংলায় ব্যাখ্যা করবে হবে যে, تشبيه মানে হচ্ছে– দুই কিছুর মধ্যে তুলনা করা। বাংলায় বলি– যায়েদ সিংহের মতো সাহসী। এটাকে আরবিতে বলা হয়: زيد كالأسد في الشجاعة।

এখানে তাশবীহের চারটি উপাদান আছে আছে:

১. المشبَّه (উপমেয়): زيد (যায়েদ)
২. المشبَّه به (উপমান): أسد (সিংহ)
৩. أداة التشبيه (তুলনার মাধ্যম): ك (মতো, যেমন)
৪. وجه الشبه (উপমা দেওয়ার ক্ষেত্র/বৈশিষ্ট্য): الشجاعة (সাহসীকতা)

এরকম আরো কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। যেমন : ছাত্রটি মৌমাছির মতো পরিশ্রমী (الطالب كالنحلة في النشاط), তার কথা মধুর মতো মিষ্টি (كلامها حلو كالعسل), যখন উদাহরণগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে বোধগম্য হবে, তখন তাদের সামনে কুরআন, হাদীস বা আরবি সাহিত্যের নির্দিষ্ট টেক্সট পাঠ করিয়ে তা অনুবাদ করতে দেওয়া হবে, পরে তার অলংকারগত বিশ্লেষণ করা হবে। উদাহরণ স্বরূপ : কুরআনের বাণী,[২৭] ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ "যেদিন মানুষ ছড়িয়ে পড়া পতঙ্গের মতো হয়ে যাবে।" অত্র আয়াতে তাশবীহের উপাদানসমূহ:

- المشبَّه (উপমেয়): الناس (মানুষ)
- المشبَّه به (উপমান): الفراش المبثوث (ছড়িয়ে পড়া পতঙ্গ)
- أداة التشبيه (তুলনার মাধ্যম): ك (যেমন)
- وجه الشبه (উপমা দেওয়ার ক্ষেত্র/বৈশিষ্ট্য): ছুটোছুটি, বিশৃঙ্খল ও অদৃষ্টনিয়ন্ত্রণ অবস্থা

শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণমূলক অনুশীলন

বালাগাত শিক্ষাকে কার্যকর ও ফলপ্রসু করার জন্য প্রতিটি অধ্যায় পাঠদানের পর শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা দরকার। এ পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করবেন– তারা যেন সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের আলোকে পরিচিত কুরআনের আয়াত, হাদীস ও বাস্তবভিত্তিক বাক্য থেকে উপযুক্ত উদাহরণ তুলে ধরতে পারে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজস্ব চিন্তা থেকে উদাহরণ রচনার চেষ্টা করবে– এটি তাদের ভাষাগত প্রয়োগ, চিন্তার সৌকর্য ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা বিকাশে

সহায়ক হবে। প্রতিটি অধ্যায় তখনই সম্পূর্ণ বিবেচিত হবে, যখন শিক্ষার্থীরা তার মূল ধারণা অনুধাবন করতে পারবে এবং যথাযথ উদাহরণ উপস্থাপন করে তা প্রয়োগে সক্ষম হবে। এভাবে অধ্যায়ভিত্তিক পর্যায়ক্রমিক ও অনুশীলননির্ভর পাঠদান পদ্ধতি বালাগাত শিক্ষাকে টেকসই ও অর্থবহ ফলাফল এনে দিতে পারে।

শিক্ষকের পরিবর্তে শিক্ষার্থীকে বিশ্লেষণের কেন্দ্রে রাখা

শিক্ষকের একক উপস্থাপনার পাশাপাশি কখনো কখনো শিক্ষার্থীকে বিশ্লেষণের কেন্দ্রে রেখে পাঠ পরিচালনা করাও অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে পারে। এতে তারা নিজ উদ্যোগে উদাহরণ বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের মাধ্যমে শিখন-প্রক্রিয়ায় সরাসরি সম্পৃক্ত হয়। এ ধরনের শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পাঠদান কৌশল তাদের ভাষাজ্ঞান, চিন্তন-ক্ষমতা ও অলংকারবোধকে গভীর ও দৃঢ় করে তোলে এবং তাদের মাঝে আত্মবিশ্বাস ও বিশ্লেষণী দক্ষতার উন্নয়ন ঘটায়। আবার কখনো কখনো প্রশ্নোত্তর, দলীয় আলোচনার মাধ্যমে অলংকারশাস্ত্রের গভীরতা অনুধাবন করানো যেতে পারে।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে বালাগাত শিক্ষায় আন্তরিক আগ্রহ সৃষ্টি

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বালাগাত শিক্ষাকে অনেক শিক্ষার্থী শুধুমাত্র পরীক্ষাভিত্তিক একটি বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। তারা প্রাতিষ্ঠানিক সিলেবাস অনুযায়ী পাশ করার উদ্দেশ্যেই এই জ্ঞান অর্জন করে, যার ফলে বালাগাতের ব্যবহারিক তাৎপর্য, কুরআন ও হাদীসের গভীরতা উপলব্ধি এবং আরবি ভাষার অলংকারমূলক দিক অনুধাবনের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে আন্তরিক কোনো আগ্রহ জন্ম নেয় না। অথচ, বালাগাত কেবল একটি পাঠ্যবিষয় নয়; বরং এটি ভাষার সৌন্দর্য উপলব্ধি, বক্তব্যের প্রভাবশালীতা অর্জন এবং দ্বীনী শিক্ষার গভীরে প্রবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। তাই শিক্ষার্থীদের শুধু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য নয়, বরং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বালাগাত প্রয়োগ করার মানসিকতা তৈরি করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এজন্য শিক্ষকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; পাঠদানে প্রাণবন্ত পদ্ধতি, জীবনঘনিষ্ঠ উদাহরণ, এবং কুরআন-হাদীসের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বালাগাত শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলাই হতে পারে একটি কার্যকর কৌশল। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রেরণাদায়ী পাঠ পরিকল্পনা, শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক আলোচনা ও সৃজনশীল উপস্থাপনা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের অনীহা কাটিয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করতে সহায়ক হয়।[২৮]

ডিজিটাল লার্নিং টুলস ব্যবহার করা

আরবি অলংকার শাস্ত্র পাঠদানকে আধুনিক ও প্রাসঙ্গিক করতে ডিজিটাল টুলসের ব্যবহার সময়োপযোগী ও অত্যন্ত কার্যকর একটি কৌশল। ডিজিটাল লার্নিং টুলস ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ও মনোযোগ বৃদ্ধি করা সম্ভব। বিশেষভাবে বালাগাতের বিভিন্ন প্রকার– যেমন الكناية، الاستعارة، التشبيه ইত্যাদির চিত্রভিত্তিক উপস্থাপন, অ্যানিমেশন, অডিও-ভিজ্যুয়াল উদাহরণ এবং বাস্তব অনুশীলনের সুযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সহজতর হয়। পাশাপাশি, আরবি ভাষার ব্যাকরণ বিশ্লেষণের জন্য ডিজিটাল বোর্ডে Quranic Corpus বা tashkil.net-এর মতো টুলস ও ওয়েবসাইট ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা সরাসরি কুরআনিক আয়াত বিশ্লেষণ করতে পারে। এ ধরনের প্রযুক্তিনির্ভর পাঠদান পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের কল্পনা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা উভয়কেই শাণিত করে, যা একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার চাহিদার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এআই প্রযক্তিকে কাজে লাগানো

বর্তমান সময়ে AI (Artificial Intelligence) টুলসমূহ আরবি অলংকার শিক্ষায় সহায়ক মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার জন্য প্রচুর গবেষণা হচ্ছে। গবেষকদের মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) আরবি অলংকার শিক্ষায় বিপ্লব আনতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্ক থাকা উচিত যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তাকে বিনষ্ট না করে।[২৯]

কার্যকরী শিক্ষক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশের মতো অনারবভাষী দেশগুলোতে বালাগাত পাঠদান কার্যকর করার ক্ষেত্রে দক্ষ ও পদ্ধতিগতভাবে প্রশিক্ষিত শিক্ষক তৈরির গুরুত্ব অপরিসীম। অধিকাংশ শিক্ষার্থী যখন আরবি ভাষায় দুর্বল, তখন বালাগাতের বিমূর্ত ও সৌন্দর্যনির্ভর বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য বিশেষ কৌশল ও পাঠদানের গভীরতা প্রয়োজন হয়, যা কেবল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জনযোগ্য। তাই শিক্ষকদের এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত যেখানে তাঁরা একাধারে ভাষাগত জটিলতা সরলীকরণ, উদাহরণভিত্তিক ব্যাখ্যা, অনুবাদ-পদ্ধতি, এবং শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পাঠ কৌশল আয়ত্ত করতে পারেন। এই প্রশিক্ষণ কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে– ১. বালাগাতের মৌলিক ও মধ্যস্তর পাঠ পরিকল্পনার দক্ষতা; ২. অনারব শিক্ষার্থীদের মানসিক-ভাষাগত চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ; ৩. কার্যকর ডিজিটাল ও ভূমিকাভিত্তিক টুল ব্যবহারের প্রশিক্ষণ এবং ৪. শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও অংশগ্রহণ বাড়ানোর মনস্তাত্ত্বিক কৌশল। এইভাবে কাঠামোগত প্রশিক্ষণ ব্যতীত বালাগাত শিক্ষাকে বৃহত্তর পর্যায়ে ফলপ্রসূভাবে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

উপসংহার

বাংলাদেশে আরবি অলংকারশাস্ত্র (বালাগাত) শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি ও সমস্যা বিশ্লেষণ করে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এই শাস্ত্রের যথাযথ পাঠদান ও অনুশীলন এখনও নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে। বালাগাত একটি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র হওয়ার পরেও শিক্ষার্থীরা এই শাস্ত্রের বাস্তব প্রভাব ও প্রয়োগ বুঝতে পারে না। মূলত ভাষাগত দুর্বলতা, মুখস্থনির্ভর শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব, এবং পাঠ্যবই ও পাঠ্যপদ্ধতির সীমাবদ্ধতা এই সমস্যা সমাধানে বড়

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তবে এই গবেষণায় পরিলক্ষিত হয় যে, উপযুক্ত পদ্ধতিতে আরবি অলংকারশাস্ত্রের শিক্ষাদান না হলে শিক্ষার্থীদের ভাষাগত এবং সৃজনশীল দক্ষতা বিকাশ ঘটানো সম্ভব নয়। এজন্য, পাঠদানের আধুনিকীকরণ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, এবং পাঠ্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশে আরবি অলংকারশাস্ত্রের যথাযথ পাঠদান নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আলোতি চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে হবে এবং সৃজনশীলতা ও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নকারী শিক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। এই গবেষণার মাধ্যমে যে প্রস্তাবনা ও সমাধানগুলো তুলে ধরা হয়েছে, তা যদি বাস্তবায়ন করা হয়, তবে বালাগাত শাস্ত্রের শিক্ষায় কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসবে এবং শিক্ষার্থীরা এর পূর্ণাঙ্গ অর্থ ও ব্যবহারিক দিকগুলো অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।

তথ্যনির্দেশ

১ ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]* (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, মে, ২০০৯) পৃ. ৭০৭।

২ প্রফেসর ড. মু. নকিবুল্লাহ, *আরবী অলংকারবিজ্ঞান* (বিনোদপুর, রাজশাহী : সাফিউল্লাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই, ২০১৮) পৃ. ১।

৩ সূরা ইউসুফ ১২/২২।

৪ সূরা মারয়াম ১৯/৮।

৫ আবূ বকর আল-বাক্বেল্লানী, *ই'জাযুল কুরআন*, মুহাক্কিক্ব : সাইয়েদ আহমাদ ছাক্বর (মিসর : দারুল মা'আরিফ, ৫ম সংস্করণ, ১৯৯৭খ্রি.) পৃ. ১১।

৬ ইউসুফ ইবনে আবু বকর আস-সাক্কাকী, *মিফতাহুল 'উলূম* (বৈরূত, লেবানন : দারুল কতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২য় মুদ্রণ, ১৪০৭হি./১৯৭৮খ্রি.) পৃ. ৪১৫।

৭ Kristen Brustad, *The Rhetoric of Arabic Grammar* (Leiden: Brill, 2017), p. 112.

৮ জালালুদ্দীন কাযওয়ীনী, *আল-ইযাহ ফীল উলূমিল বালাগাহ* (বৈরূত : দারুল জাইল, তৃতীয় সংস্করণ, তাবি) খণ্ড. ১, পৃ. ৮; *আব্দুর রহমান আল-মাইদানী*, *আল-বালাগাতুল আরাবিয়্যাহ* (দামেশক্ব : দারুল কলম, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৬হি./১৯৯৬খ্রি.), খণ্ড. ১, পৃ. ১১; হাসান ইসমাঈল আব্দুর রায্যাক, *আল-বালাগাতুছ ছাফিয়াহ* (মিসর : আল-মাকতাবাতুল আযহারিয়্যাহ, ২০০৬খ্রি.) পৃ. ৭০।

৯ মু'জামুল ওয়াসীত্ব (কায়রো : মুজাম্মা'উল লুগাহ আল-আরাবিয়্যাহ, ৮ম মুদ্রণ, ১৩৯২হি./১৯৭২খ্রি.) খণ্ড. ২, পৃ. ৬৩৩।

১০ জুরজানী, *আত-তা'রীফাত* (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪০৩হি./১৯৮৩খ্রি.) পৃ. ১৫৬।

১১ মুহাম্মাদ মুরতাযা আয-যাবাইদী, *তাজুল আরূস* (কুয়েত : ওয়াযারাতুল ইরশাদ ওয়াল আনবাই, তাবি.), খণ্ড. ৩৯, পৃ. ১২৪।

১২ হিফনী বেগ নাসেফ ও অন্যান্য, *দুরূসুল বালাগাত* (বৈরূত, লেবানন : দারু ইবনে হাযম, ১ম মুদ্রণ, ১৪৩৩হি./২০১২খ্রি.) দুরূসুল বালাগাত পৃ. ২৫।

১৩ খালীল আহমাদ আল-ফারাহীদী, *কিতাবুল আইন* (মিসর : মাকতাবাতুল হেলাল, তাবি) খণ্ড. ৩, পৃ. ৩৮১।

১৪ আহমাদ আল-হাশেমী, *জাওয়াহিরুল বালাগাত*, পৃ. ২১৬।

১৫ আহমাদ মুস্তাফা আল-মারাগী, *উলূমুল বালাগাত* (প্রবি, তাবি), পৃ. ২০৭।

১৬ ড. সা'দী আবূ জাইব, *আল-কামূসুল ফিক্বহী* (দামেশক্ব : দারুল ফিকর, ৮ম মুদ্রণ, ১৪০৮হি./১৯৮৮খ্রি.), পৃ. ৩২।

১৭ দুরূসুল বালাগাত, পৃ. ১০৫।

১৮ জুরজানী, আত-তা'রীফাত, পৃ. ১৫৬।

১৯ S. M. Ikram, *Muslim Civilization in India* (New York: Columbia University Press, 1964), p. 215–218.

২০ Max Stille, *Arabic Rhetoric and Islamic Homiletics in 20th Century South Asia*, Journal for Indology and South Asian Studies 35 (2018), p. 170.

২১ *Ibid*., p. 175.

২২ *Ibid*., p. 178.

২৩ আলিম পরীক্ষার ২০২৪ খ্রি (২০২২-২০২৩)-এর নম্বর বণ্টন (বকশিবাজার, ঢাকা: বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ১৪ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ২৮শে মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ) পৃ. ৭।

২৪ Salahuddin Mohd. Shamsuddin & Siti Sara Binti Hj. Ahmad*, "Problems of Teaching Arabic Language to Non-Native Speakers and Its Methodological Solutions"*, Advances in Social Sciences Research Journal, Vol. 6, No. 6, 2019, pp. 151–160.

২৫ Hassan A. Ahmed, *"Challenges of Teaching Arabic Rhetoric to Non-Native Learners: A Contextual Studz"*, Arab World English Journal, Special Issue on CALL, 2020, p. 282.

২৬ Imran Mahmud, *"Different Methods of Arabic Language Teaching and A Proposed Approach to Understanding the Quran for General Educated People of Bangladesh",* Journal of One Initiative Research and Development (JOIRD), Vol. 02, Issue 01 & 02, January-June & July-December 2023, pp. 1-15.

২৭ সূরা আল-কারি'আহ: ১০১/৪।

২৮ আহমাদ আল-হারবী, *"ফাইলিয়্যাহ আত-তাদরীস আস-সিয়াক্বী ফী তানমিয়াতিল মাহারাত আল-বালাগিয়্যাহ"*, জামি'আতুল আযহার, ভলিয়ম: (১৮০) ২০২২খ্রি., পৃ. ১২০-১২৩।

২৯ Moza H. Al Kaabi, *Developing the Teaching of Arabic Rhetoric: A Comparative Analysis of Artificial Intelligence and Traditional Hermeneutical Approaches* (Spain: Journal of Infrastructure, Policy and Development 2024, 8(15), 9925.), p. 11-12.